

একাদশ অধ্যায়

কারক ও বিভক্তি

কারক

করোতি কিরিয়ং নিপুফাদেতী'তি কারকং। যা ক্রিয়ার কার্য সম্পন্ন করতে সাহায্য করে তাকে কারক বলে। কারক ছয় প্রকার। যথা-কর্তা (কর্তা), কন্ম (কর্ম), করণ, সম্পদান (সম্প্রদান), অপাদান এবং ওকাস (অধিকরণ)।

১। কর্তা কারক (কর্তৃকারক) : যো করোতি সো কর্তা। যে ক্রিয়া সম্পাদন করে সে-ই কর্তা। যথা- মাতা পুত্রং পঠয়তি-মা পুত্রকে পড়াচ্ছে। এখানে মাতা কর্তৃকারক।

২। কন্মকারক (কর্মকারক) : যং করোতি তং কন্ম। কর্তার ক্রিয়ার দ্বারা যা হয় তা কর্মকারক। অর্থাৎ যা দেখে, করে বা শুনে তাই কর্মকারক। যথা- সো ভণ্ডং ভুঞ্জতি-সে ভাত খায়। এখানে ভণ্ডং কর্মকারক।

৩। করণকারক : যেন বা কথিরতে তং করণং। যা দ্বারা কর্তার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় বা সম্পন্ন হয় তাকে করণ কারক বলে। যথা- দারকো হত্থেন কন্মং করোতি-বালকটি হাত দ্বারা কাজ করে। এখানে হত্থেন করণকারক।

৪। সম্পাদান কারক : যস্ দাতুকামো রেচিতে বা ধারযতে বা তং সম্পাদানং। কর্তা যাকে দান করতে ইচ্ছা করে তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যথা-ভিক্ষুস্ অনুং দেহি। ভিক্ষুকে অনুদান কর। এখানে ভিক্ষুস্ সম্প্রদান কারক।

৫। অপাদান কারক : যস্মা দপেতি ভয়ং আদন্তে বা তদাপাদানং। যা হতে দূরে গমন, ভীতি গৃহীত হয় তাকে অপাদান কারক বলে। যথা-রুক্থস্মা ফলং পততি-বৃক্ষ হতে ফল পড়ছে। এখানে রুক্থস্মা অপাদান কারক।

৬। অধিকরণ কারক : যো ধারো তং ওকাসং। যা ক্রিয়ার আধার তার নাম ওকাস বা অধিকরণ কারক। যথা- আকাসে বিহগা বিচরন্তি-পাখিরা আকাশে বিচরণ করে। এখানে আকাসে অধিকরণ কারক।

আদর্শ অনুবাদ

রামো গচ্ছতি-রাম যাচ্ছে। রামো সমগং চীবরং দদাতি-রাম শ্রমণকে চীবর দান করছে।

রামো পাদেব গচ্ছতি-রাম পা দিয়ে গমন করছে।

গামা অন্তরধায়তি চোরা-চোরগুলো গ্রাম হতে অন্তর্ধান করেছে।
 সীহো বনে বসতি-সিংহ বনে বাস করে।
 দারকো চন্দং পস্‌সতি-বালক চন্দ্র দেখছে।

অনুশীলনী

রচনামূলক :

- ১। কারক কয় প্রকার ও কী কী? কোন কারকে কোন বিভক্তি হয় তা উদাহরণ সহযোগে দেখাও। প্রত্যেক কারকে একটি করে উদাহরণ দাও।
- ২। অপাদান কারক দিয়ে পাঁচটি বাক্য রচনা কর। করণ কারকের কয়েকটি উদাহরণ দাও।
- ৩। উদাহরণ সহযোগে সম্পাদান কারক ও অধিকরণ কারকের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

পালিতে অনুবাদ কর :

গাছে অনেক ফুল আছে। গাছ হতে আমগুলো পড়ছে। বনে বাঘ বাস করে। পিতা ছেলেকে পড়াচ্ছেন। সে ভিক্ষুদের চীবর দান করছে। ভিক্ষুকে অন্ন দাও। রাম কলম দ্বারা লিখছে। আনন্দ বাড়ি যাচ্ছে। সে বিদ্যালয় হতে আসছে।

বিভক্তি প্রকরণ

বিভক্তি

যা দ্বারা কারক সম্পর্কে ধারণা জানে তাকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি দ্বারা কারকের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। বিভক্তি সাত প্রকার। যথা-পঠমা (প্রথমা), দ্বিতীয়া (দ্বিতীয়া), ততীয়া (তৃতীয়া), চতুর্থী (চতুর্থী), পঞ্চমী, ছট্ঠী (ষষ্ঠী), সপ্তমী (সপ্তমী)।

পঠমা বিভক্তি

- ১। লিঙ্গার্থে পঠমা : লিঙ্গার্থে শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা: বুদ্ধ, ফলং।
- ২। কত্তরি চ : কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা : দারকো রোদতি- বালকটি কাঁদছে। সকুণা কুজ্জতি-পাখিরা কুজন করছে।
- ৩। করণ কন্ম্বে : কর্মবাচ্যে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা- বুদ্ধেন দেসিত ধম্মো-বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ধর্ম।
- ৪। নামাদিশোণে : নাম প্রভৃতি অব্যয়যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা- বারাগসিৎ ব্রহ্মদত্তো নামে একো রাজা অহোসি- বারাগসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন।
- ৫। আলাপনে পঠমা : সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা :- ভো পুরিসো- ওহে মানব।

দ্বিতীয়া বিভক্তি

- ১। কন্ম্মতি দ্বিতীয়া : কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা : ভিক্ষু ধম্মং দেসেতি- ভিক্ষু ধর্মদেশনা করছেন। সিসু দুম্মং বিপতি- শিশু দুধ পান করছে।
- ২। কালম্ধানং অচন্তসংযোগে : কাল বা স্থানের সংযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- খোরো মাসং ঋযতি- হুবির মাসব্যাপী ধ্যান করছে। সরদং রমণীয়া নদী-শরৎকালে নদী রমণীয় থাকে। যোজনং দীর্ঘ সালবনং- একযোজন দীর্ঘ শালবন।
- ৩। গতি-বুদ্ধি-ভুজ-পঠ-হর-কর-সযাদীনং কারিতে বা : গতিবোধাত্মক ও, ভুজ, পঠ, হর, কর, সয প্রভৃতি ধাতু গিজন্ত হলে গিজন্ত ক্রিয়ার কর্ম বিকল্পে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- পিতা পুত্তং বিজ্জালয়ং গমায়তি-পিতা পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠায়। উপাসিকা ভিক্ষুং ভত্তং ভোজায়তি-উপাসিকা ভিক্ষুকে ভোজন করছেন। ব্যাগঘো সারসং গলখিং হারযতি-ব্যাঘ্র সারসের সাহায্যে গলার অস্থি বের করছে। সো পুরিসং গামং গময়তি- সে লোকটিকে গ্রামে পাঠাচ্ছে। বেজ্জো গিলানো পরিসং সেযং সযাপয়তি-চিকিৎসক রোগীকে শয্যায় শয়ন করছেন।

কম্প্রবচনীয় যুতে : কর্ম প্রবচনীয় শব্দের প্রয়োগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- অনু, পতি, পরি, অভি এ কয়টি উপসর্গ যখন লক্ষণ, বিচ্ছা (ব্যক্তি), ইত্মশূত (এ রকমভাবে) ভাগ, সহ ও হীন অর্থে প্রযুক্ত হয় তখন তাদিগকে কর্মপ্রবচনীয় বলে। তাছাড়া বী ইত্যাদি নিপাতযোগেও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা-

পবনং অনু বহতি বায়ু- পর্বতের দিকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। গেহং অনু বিজ্জতে সুরিয়- সূর্য গৃহের পর গৃহ আলোকিত করছে। সাধু দেবদত্ত মাতরং পতি- দেবদত্ত মাতার প্রতি সদয়। দীনং পতি সদযো ভব - দরিদ্রের প্রতি সদয় হও। মগ্গং অভিভো রুকথো-রাস্তার দু ধারে বৃক্ষ আছে। কপণং ধি-কৃপণকে ধিক। ধি ব্রাহ্মণং হস্তারং-ব্রাহ্মণ হত্যাকারীকে ধিক।

৫। কচি দুতিয়া ইট্ঠীনং অথে : ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থে কখনো কখনো শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- তং খো পন ভগবন্তং এবং কল্যানো কীত্তি সন্দো অবোভাগ্গতে- সেই ভগবানের এ রকম সুফল উদ্ভিত হয়েছে।

৬। কিরিয়া বিসেসনাতি : ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- দারিকা মধুরং হসতি-বালিকা মধুর হাসি হাসছে।

৭। অব্যয় যোগে চ : অন্তরা, অস্তো, তীরো, অভিভো, পরিতো ইত্যাদি অব্যয় যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- অন্তরা চ নালন্দং অন্তরা চ রাজদেহং- নালন্দা রাজগৃহের মধ্যবর্তী। অস্তো নগরং কোরাহং উপজ্জি-নগরের মধ্যে কোলাহল উৎপন্ন হয়েছিল। রাজা অতীভো নগরং খন্ধাবারং ঠপেসি-রাজা নগরের সন্নিহিতে শিবির সংস্থাপন করলেন। পচ্চমিত্তো তীরে রজ্জং নিবত্তি-শত্রু রাজ্যের বাইরে গেছে।

৮। ততিয়া সত্তমীঃ : তৃতীয়া ও সপ্তমীর অর্থে কখনও কখনও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- ধম্মং বিনা সুখং নখি-ধর্ম বিনা সুখ সেই। একং সময়ং ভগবা সাবখিযং বিহরতি জেতবনে-একদা ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে বাস করছিলেন। সো মং নালপিস্সতি- সে আমার সাথে কথা বলে না।

ততিয়া বিভক্তি

১। করণে ততিয়া : করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- সো পদসা গচ্ছতি- সে পায়ে হাঁটছে। উন্দুরো দন্তেহি বথং ছিন্দি-ইঁদুর দাঁত দিয়ে কাপড় কাটছে। কস্সকো কুন্দালেন ভূমিং খণতি-কৃষক কোদাল দ্বারা মাটি খনন করছে।

২। কত্তরি চ : কর্ম ও ভাববাচ্যে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- রাবণো রামেন হতো- রাম কর্তৃক রাবণ নিহত হয়েছে। স্নাকখাতো ভগবতো ধম্মো-ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুদ্রবরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ব্যাগ্গঘেন হত মিগ-ব্যাগ্র কর্তৃক হত হরিণ। ইমিনা অগ্গিণা পচিৎ মংসং-এ অগ্নিদ্বারা মাংস পাক করা হয়েছে।

৩। **সহাদি যোগে চ :** সহ, সন্ধি, অলং কিং, বিনা প্রভৃতিযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- পিতা পুত্রে সহ গচ্ছতি-পিতা পুত্রসহ গমন করছে। অলং চিকিচ্ছায়-চিকিৎসার প্রয়োজন সেই। কিং মে জটাহি- আমার জটীর কি দরকার, ধম্মেন বিনা গতি নথি-ধর্ম বিনা গতি নেই। রামো লঙ্খণেন সন্ধি বনং গচ্ছি-রাম লঙ্কণের সাথে বনে গিয়েছিল।

৪। **হেতুথে চ :** হেতু অর্থে এবং হেতু শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- সো দুঃখেন রোদতি-সে দুঃখের কারণে কাঁদে। কেন হেতুনা বিবাদতি-বগড়া করছে কেন? মাগবো আন্তনো কন্মেন জয়তি-মানুষ নিজের কর্মের দ্বারাই জন্মগ্রহণ করে।

৫। **যেনঙ্গ বিকারো :** শরীরের যে অংগ বিকারগ্রস্ত সে অংগবাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- পাদেন খঞ্জো-এক পা খোঁড়া। সো অকিখনা কাণো-তার এক চোখ কানা। সোতেন বধিরো-কানে শোনে না।

৬। **বিসেসুনে চ :** বিশেষণার্থে শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- গোত্তেন গোতম- গোত্রের দ্বারা গোতম। জাতিয়া ঋতিযো-জন্মের দ্বারা ক্ষত্রিয়।

৭। **সত্তম্যথে চ :** সত্তমী বিভক্তির অর্থেও তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা- তেন সময়েন ভগবা উরুবেলাসং বিহরতি। সে সময়ে ভগবান উরুবেলায় বাস করছিলেন। এতকেন সময়েন আগচ্ছি-এ সময়ের মধ্যেই আসবে।

চতুর্থী বিভক্তি

১। **সম্পাদনে চ :** সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- সো ভিকুখুসুস চীরবং দদাতি-সে ভিক্ষুকে চীবর দান করছে। ব্রাহ্মণসুস ধনং দেহি- ব্রাহ্মণকে ধন বিতরণ কর। ইসিনো অন্নং চ পানং চ দেহি- ঋষিগণকে অনুপানয়ি দাও।

২। **আরোচনাথে :** জ্ঞাপনার্থ শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- সো রএঃঞো তং পবন্তি আরোচেসি-সে রাজাকে এ সংবাদ জানাল। আমন্তবামি ভো ভিক্ষু-হে ভিক্ষুগণ, আমি আপনাদের আহ্বান করছি।

৩। **নিমিত্তথে :** নিমিত্ত বা জন্য বোঝালে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- দেবমনুস্যায় হিতায় ধম্মং দেসেতু দেবমনুষ্যের হিতের জন্য ধর্মদেশনা করুন। ভিক্ষু পিভায় রচতি-ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য বিচরন করছেন। কুণ্ডলায় সুবগ্গং-কুণ্ডল তৈরির জন্য স্বর্ণ।

৪। **তুমথে :** তুং প্রত্যয়ান্ত, ক্রিয়া উহ্য থাকলে উহার কর্মে অথবা তুং অর্থে শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- সো ফলানং উয্যানং যতি-সে ফলের জন্য বাগানে যায়। সো পঠনথায় বিজ্জালয়ং গচ্ছতি-সে পড়ার জন্য বিদ্যালয়ে যায়। অহং বুদ্ধং দস্সনথায় আগচ্ছিং- আমি বুদ্ধকে দেখার জন্য এসেছি।

৫। **অলমথে :** অলং শব্দটি সকক্ষ অথবা নিষ্প্রয়োজন অর্থবোধক শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- অলং মলো মলসু- একজন মল অন্য মলের সমকক্ষ। অলং বীরো বীরায়-একজন বীর অন্য বীরের সকক্ষ। অলং মে রজ্জং-আমার রাজ্যের প্রয়োজন নেই।

৬। **গত্যথে কন্মানি** : গতিবোধাত্মক ধাতুকর্মে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- অপ্পো সগ্গং গচ্ছতি-অল্পলোক স্বর্গে যায়।

৭। **নমোযোগাদিস্বানি চ** : নমো, সোখি, সুগত ইত্যাদি সম্মানসূচক শব্দের প্রয়োগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- নমো তস্স ভগবতো-ভগবানের উদ্দেশ্যে নমস্কার। সোখি তে ভগিনী-ভগ্নি, তোমার শান্তি হোক। স্বাগতং তে-তোমায় স্বাগতম।

৭। **মএঃঞানদরপ্পাগিনী** : অনাদর বা অবজ্ঞা বোঝালে মএঃঞ ধাতু যোগে অবজ্ঞার্থে প্রযুক্ত অপ্রাণী বাচক কর্মে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- অহং জীবিতং তিণায় ন মএঃঞামি- আমি জীবনকে তৃণতুল্য জ্ঞান করি না। কট্ঠস্স তুবং মএঃঞে-তোমাকে আমি কাঠের ন্যায় মনে করি।

৯। **আসিংসে** : যাকে আশীর্বাদ করা হয় তার সম্প্রদান সংজ্ঞা অর্থাৎ চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা- সুখং ভবতো হোতু-তুমি সুখী হও।

পঞ্চমী বিভক্তি

১। **অপাদানে পঞ্চমী** : অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- বুরখস্মা ফলং পততি-বৃক্ষ হতে ফল পড়ছে। পাপচিন্তং নিবারয়ে-পাপ হতে চিন্তকে নিবারিত করবে। নগরা নিগ্গতো রাজা-রাজা নগর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন।

২। **ধাতুনামানং উপসর্গযোগে** : কতকগুলো ধাতু ও বিশেষ্যপদের সাথে কতকগুলো উপসর্গ যুক্ত হলে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা-

হিমবন্ত পভবতি পঞ্চ মহানদিযো- হিমালয় পর্বত হতে পাঁচটি মহানদী প্রবাহিত। তম্হা সমাধিম্হা উট্ঠহিত্তা-সেই সমাধি হতে উত্থিত হয়ে। বুদ্ধমহা পরাজিত অএঃঞতিথিয়া-তির্থিকগণ বুদ্ধ কর্তৃক পরাজিত।

৩। **হেতুথে** : হেতু অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- কস্মা হেতুনা তুং ইধাগতো- কিসের জন্য তুমি এখানে এসেছ? যস্মা তুং ভীতুসি-যার জন্য তুমি ভীত হয়েছ।

৪। **অপ্ধকাল নিম্মাণে** : স্থান ও কালের পরিধি নির্দেশ করতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- ইতো চতুসো যোজনেসু সঙ্কস্স নহগরং অধি-এখান হতে চারকোশ যোজন দূরে সাংকাশ্য নগর অবস্থিত। গামস্স কোসমথকে নদীং পবাহিত-গ্রাম হতে এক কোশ দূরে নদী প্রবাহিত।

৫। **দিসা যোগে** : দিকবাচক শব্দযোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- অবিঠিতো উপর-অবীচি নরকের উপরে। উদ্ধং পাদতলা-পায়ের তলা হতে উপরের দিকে।

৬। **ত্বা লোপে কন্মাধিকরণেসু** : ত্বা প্রত্যয় শব্দের লোপ হলে কর্ম ও অধিকরণ কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- সকটা ওতরি-শকট হতে অবতরণ করলেন। আসনা উট্ঠহতি-আসন হতে উঠেছেন।

৭। তুলন্যে : দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝালে নিকৃষ্টতাবোধক শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- ধম্মা বিজ্জা সেয্য-ধন হতে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ। দেবদত্তো অঙ্গুলিমালসু দুসসীলতরো-দেবদত্ত অঙ্গুলিমালের চেয়ে দুঃশীলপরায়ণ।

৮। রক্খনট্ঠামিচ্ছিতং : যে সমস্ত বস্তু অন্যের আক্রমণ থেকে রক্ষার প্রয়োজন হয় তার উপর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- কাকে রক্খন্তি তঞ্জুলা-কাক হতে চাউল রক্ষা করে।

ছট্ঠী বিভক্তি

১। সামীস্মিং ছট্ঠী : স্বামী বা সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- রএহ্ণে সাসনং- রাজার শাসন। মনুস্সানং আবাসো- মানুষের আবাস। পুপ্ফকানং গন্ধো-ফুলের গন্ধ।

২। নিদ্ধারণে চ : অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দ্বারা পৃথক করার নাম নির্ধারণ। নির্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- দেবানং সেট্ঠো ইন্দো-ইন্দ্র দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নরানং চক্খুমান সেট্ঠো-মানুষের মধ্যে চক্ষুমান শ্রেষ্ঠ। মনুস্সানং খত্তিয়ো সুরতমে-মানুষের মধ্যে ক্ষত্রিয় বীর্যবান।

৩। অনাদরে চ : অনাদর বা অবজ্ঞা বুঝালে অবজ্ঞাত জিনিসের উপর ষষ্ঠী বা সত্তমী বিভক্তি হয়। যথা- সো রোদনস্স দারকস্স পক্কজি-ছেলেটি রোদন করা সত্তেও তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। রাজা গীলানস্স পুরিসস্স দণ্ডং অদাসি-রাজা লোকটি রুগ্ন হওয়া সত্তেও তাকে শাস্তি প্রদান করলেন।

৪। ততীয়া সত্তমীঃ : তৃতীয়া ও সত্তমীর অর্থে কখনও কখনও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- পুপ্ফস্স বুদ্ধং পুজ্জেতি-ফুল দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করে। অযং দারিকা নক্কগীতিস্স কুসলা-এ বালিকা নাচগানে দক্ষ।

৫। সামিস্সরাধিপতি : দাযাদ, সক্খি, পতিভু ইত্যাদি শব্দ যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। বিম্বিসারো কোসরস্স অধিপতি অহোসি-বিম্বিসার কোসল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। অহং ধম্মস্স দাযাদ ভবিস্সামি- আমি ধর্মের উত্তরাধিকার হব। কো এখ অথস্স সক্খি-এখানে মোকদ্দমার সাক্ষী কে?

৬। দুতিয়া পঞ্চমীঃ : দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির অর্থে ক্বচিৎ ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- সকে তসত্তি দণ্ডস্স-সকলেই শাস্তিকে ভয় করে। সকে ভাযতি মচ্ছুনো-সকলেই মৃত্যুভয়ে ভীত। রাজা অম্হাকং জীবতিস্স দাতা-রাজা আমাদের জীবনদানকারী। পাপস্স অকরণং সুখং-সুখের মধ্যে পাপ করতে নেই।

৭। তুল্যে চ : তুল্য, সদিস, সম শব্দযোগে ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- বিনয়স্স সদিসো গুণ নথি- বিনয়ের মত গুণ নেই।

৮। কিলমথে চ : কিং যোগে, অলং যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- তস্স অলং-তার প্রয়োজন নেই। কিং তস্স সুট্ঠী তার পক্ষে কি ভাল?

সত্তমী বিভক্তি

১। ওকাসে সত্তমী : ওকাস বা অধিকারণ কারকে সত্তমী বিভক্তি হয়। যথা- তস্মিং সরে উদকং মন্দং-সেই সরোবরে জল কম। আকাসে সকুণা বিচরতি-আকাশে পাখিরা উড়ছে। ভগবা সাবথিয়ং বিহরতি-ভগবান শাবতীকে বাস করছেন।

২। কাল ভাবেসু : কালার্থে ও ভাবার্থে সত্তমী বিভক্তি হয়। যথা- সাযণ্হ সময়ে অগামিস্সামি-আমি সন্ধ্যায় আসব। অতীতে বারাগসিয়ং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেত্তে বোধিসত্তো হখীযোনিয়ং নিক্কন্তি-অতীতে বারাগসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত হস্তীকূলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুরিয় উগ্গচ্ছন্তে অন্ধকারং অন্তরধাযতে-সূর্য উদিত হলে অন্ধকার দূরীভূত হয়। সুরিয় উগ্গচ্ছন্তে পদুমং বিকসতি-সূর্য উদিত হলে পদ্ম ফুল প্রস্ফুটিত হয়।

৩। উপধারমিক ইস্সরবচনে : উপ এবং অধি উপসর্গ যথাক্রমে অধিক এবং ঈশুর অর্থবাচক হলে শব্দের উত্তর সত্তমী বিভক্তি হয়।

যথা- অধিদেবেসু বুদ্ধো-দেবতা হতে বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ। উপনিক্ক কহাপণং-নিক্ক হতে কহাপণ অধিক।

৪। কন্ম করণে নিমিত্তথেসু সত্তমী : কর্ম, করণ ও নিমিত্তার্থে সত্তমী বিভক্তি হয়। যথা-

সো পত্তে চম্বতি-সে পুত্রকে চুম্বন করে। তে রাজস্মিং আভিবাদেত্তি-তারা রাজাকে অভিবাদন করছে। ব্যাগ্গা চম্মেসু হনযতে-চামড়ার জন্য বাঘকে হত্যা করা হয়েছে। নথি বালো সহয়তা-মুখের সাথে সহায়তা করতে নেই।

৫। সম্পদানে চ : সম্প্রদান অর্থে সত্তমী বিভক্তি হয়। যথা- সঙ্গে দিন্নং মহাপফলং হোতি-সঙ্গে দান দিলে মহাফল হয়।

৬। পঞ্চম্যাথে চ : পঞ্চমীর অর্থেও সত্তমী বিভক্তি হয়। যথা-

কদলীসু গজং রক্ষতি-কলাগাছ হতে হাতিকে রক্ষা করে। জেতবনে অন্তরা ধায়তি ভগবা-ভগবান জেতবন হতে চলে যাচ্ছে।

৭। অনাদরে চ : অনাদর বা অবজ্ঞা বুঝালে অবজ্ঞার উত্তর সত্তমী বিভক্তি হয়। যথা-

গোপা রোদত্তস্মিং দারকস্মিং পব্বজ্জি-গোপা ক্রন্দনরত বারককে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন।

৮। মত্তিত্তসুসুকেসু চ : মত্তিত্তার্থে (সত্ত্বষ্ট) এবং উৎসুকার্থে (উৎসুক) সত্তমী বিভক্তি হয়। যথা- এগণে মত্তিত্তো-জ্ঞানে সন্তুষ্ট-

এগণে উস্সুকো-জ্ঞান উজ্জীবিত।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। 'ওকাস' বলতে কোন কারককে বুঝায়?

ক. অধিকরণ

খ. কর্ম

গ. করণ

ঘ. সম্প্রদান

২। দারকং চন্দং পসুসতি-বাক্যটির মধ্যে 'দারকং' শব্দটি কোন বিভক্তি?

ক. প্রথমা

খ. দ্বিতীয়া

গ. তৃতীয়া

ঘ. চতুর্থী

৩। অধিকরণ কারক কয় ভাগে বিভক্ত?

ক. দু ভাগে

খ. তিন ভাগে

গ. চার ভাগে

ঘ. পাঁচ ভাগে

৪। ক্রিয়ার আধারকে কোন কারক বলে?

ক. কর্ম

খ. করণ

গ. সম্প্রদান

ঘ. অধিকরণ

৫। সহাদিযোগে কোন বিভক্তি হয়?

ক. প্রথমা

খ. দ্বিতীয়া

গ. তৃতীয়া

ঘ. চতুর্থী

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. কারক ও বিভক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

২. বিভক্তি কাকে বলে? বিভক্তি কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক বিভক্তির সংজ্ঞা সহ উদাহরণ দাও।

৩। তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তি কীভাবে গঠিত হয় উদাহরণ সহ লেখ।

গ. পালিতে অনুবাদ কর :

ভারতবর্ষে অশোক নামে এক রাজা ছিলেন। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অনুগমন করেছিলেন। সে আমার সাথে কথা বলে না। তার আর পুস্তকের প্রয়োজন নেই। বুদ্ধকে বন্দনা করবে। কিসের জন্য, বেঁচে থাকতে চাও। সজ্ঞকে পিড়ান কর। সে ভিক্ষুর জন্য বস্ত্র বয়ন করছে। কাম হতে ভয় উৎপন্ন হয়। মুনি গ্রাম হতে চলে গেলেন। নদীর তীরে একটি আমগাছ আছে। এটি অমৃত লাভের পথ। মাতার ক্রন্দন সত্ত্বেও ছেলের পিতৃজ্ঞান গ্রহণ করল। ঐ দেশে কোন রাজা নেই। আমাদের মধ্যে একজন ক্ষত্রিয়।